ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় এক ব্যক্তিকে ১৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে দুটি ধারায় ১৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। বুধবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোঃ আব্দুল মতিন এ রায় দেন। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আলমগীর সদর উপজেলার বড় মান্দার বাড়িয়া গ্রামের আজিবর বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার আসামী আলমগীরকে পুলিশ রিমান্ডে এনে মামলার মুল ঘটনা ও রহস্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের তথ্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসামীর নিকট অবৈধ অস্ত্র আছে বলে স্বীকার করে। পরে আসামীর গ্রামের বাড়ি মান্দার বাড়িয়া গ্রামে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে আসামীর বাড়ির পেছনের খড়ের পালার মধ্য থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এসআই ব্রজবল্লভ সাধু পরদিন ১৩ নভেম্বর সদর থানায় অস্ত্র আইনে আলমগীরের নামে মামলা দায়ের করে। তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশীট দাখিল করে।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে অস্ত্র আইনের একটি ধারায় ৭ বছর সশ্রম ও অপর ধারায় ১০ বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। আসামীকে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলায় পরকীয়া

প্রেমিক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩২) আত্মহত্যার ঘটনায় করা প্ররোচনার মামলায় সবুর হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার তেতুলবাড়িয়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সবুরকে গ্রেপ্তার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

সবুর হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত (২৮মে) মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তালাবন্ধ ঘর থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলায় ফাঁস দেয়া লাশ উদ্ধার করা হয়। তার স্বামী শিমুল সর্দার গত তিন বছর সৌদিতে রয়েছেন। ঘটনার ওই দিন আত্মহত্যার আধাঘণ্টা আগে অভিযুক্ত সবুর হোসেনকে তাঁর ঘর থেকে বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় গত (১জুলাই) সোমবার গৃহবধূর পিতা সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে সবুর হোসেনকে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় আত্নহত্যা প্ররোচনা আইনের ৩০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সবুর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ড চাওয়া হবে। আজ দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের আটক ২

মুজিবনগরে গত রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামের হামাদুল ইসলাম এর ছেলে শহিদুল ইসলামকে কেদারগজ বাজারে মারধর এবং পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২ আসামি কুদ্দুস শেখ ও তার ছেলে তন্ময় শেখ কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগকারী শহিদুল ইসলামের এজাহার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরিয়া রবিবার বিকাল ৪ টার সময় ০১নং আসামী ইমান শেখ হাতে লোহার রড নিয়ে আমাকে কেদারগঞ্জ বাজারের ব্রীজের উপর দেখতে পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে। মারপিট দেখে আমার খালোতো ভাই শিবপুর গ্রামের জিনারুল গাজীর ছেলে মোরশেদ আলম (৩০) ঠেকাইতে গেলে ইমান শেখ তার হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করতে গেলে আঘাতটি তার ডান হাতের কব্জির উপর লেগে গুরুতর হাড়ভাঙ্গা জখম হয়। আমাদের চিৎকারে আমিসহ বাজারের লোকজন আমার খালাতো ভাইকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামের ইমান শেখ (৫৩), পিতা-মৃত আমির শেখ, লাল্টু শেখ ও (রান্টু)(২৭), পিতা-রহিম শেখ (ভরা শেখ), শাহাবুদ্দিন শেখ (৪২), পিতা-আমির শেখ, সিয়াম শেখ(২০), পিতা- শাহাবুদ্দিন শেখ, গিয়াস শেখ (৪০), পিতা-আমির শেখ, কুদ্দুস শেখ(৫৩), পিতা-মৃত খেদের শেখ, তনয়ে শেখ (২১), পিতা- কুদ্দুস শেখ এক জোট হয়ে ।

উক্ত ঘটনার জের ধরে রবিবার সন্ধা ৬ সময় সময় আমার অনুপস্থিতিতে হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, হাসুয়া নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার বসত বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমার মা হামিদ্য খাতুন(৫০) আসামীদের নিষেধ করিলে তারা আমার মাকে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে নীলা ফোলা জখম করে আসামী লাল্টু শেখ (৫) রান্টু আমার বসত

ঘরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ওয়্যারড্রপের ড্রয়ার হইতে একটি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/- টাকা বের করে নেয়। আমার পরিবার চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজনদের আসতে দেখে আসামীগণ আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার বসত ঘরের দুইটি জালানার থাই গ্লাস ভেঙ্গে অনুমান ৪০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এ বিষয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন বলেন ইমান আলি মেহেরপুর জেলা সন্ত্রাসী তালিকার ১১৯ নম্বর। তার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই এলাকাকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে জেলায় যে শান্তির সুবাতাস বইছে সেই শান্তিকে যাতে কেউ বিনষ্ট না করতে পারে এবং এই ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেজন্য সন্ত্রাসী ইমান আলীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শাহিদুল ইসলাম বলেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কেদারগঞ্জ বাজার থেকে ইমান আলী গ্রামে ফিরে তার গুন্ডাবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ করেছে, ঘর থেকে স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ইমান আলীর সাথে কথা বলে জানা যায় তাকেই প্রথম পরাগ গাইন মারতে শুরু করলে আত্ম রক্ষার্থে তিনিও পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন,গত রবিবারের ঘটনায় মামলা পরিপ্রেক্ষিতে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মামলার অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের

চাঁদাবাজি মামলার চার্জ গঠন

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় চার্জ গঠন করেছেন আদালত।
সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন অরণ্য, আবু আক্তার করণসহ পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের ১৭ আসামির বিরুদ্ধেই আদালত চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মনজুরুল ইমাম এই আদেশ দেন। আলোচিত ও সমালোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে পর্ণগ্রাফি ও চাঁদাবাজির দুইটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। চাঁদাবাজি মামলা (মামলা নম্বর ৪০৪/২৩) এর চার্জ গঠন করল আদালত। একই সাথে আদালত আগামী ২৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে সাক্ষগ্রহণের দিন নির্ধারণ করেছেন।

এদিন মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি সাংবাদিক ও আইনজীবি তুহিন অরণ্য, সাংবাদিক আবু আক্তার করনসহ আরো কয়েকজন তাদের আইনজীবির মাধ্যমে মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। তবে বিচারক আসামিদের আবেদন আমলে না নিয়ে চার্জশিটভুক্ত সকল আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেন।
চার্জ গঠনের শুনানিতে আসামি পক্ষের আইনজীবি হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামসহ তাদের জুনিয়ররা।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। ইতোপূর্বে নাজনিন খান প্রিয়া ও ছন্দা খাতুনের ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে মোট ৩৫ জন আসামি সনাক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে ১৮ জনের বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় তাদেরকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাকি ১৭ জন আসামীর নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে আদালত সেটা গ্রহণ করে।

চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি হিসেবে যাদের পুলিশ চার্জভুক্ত করেছিল তারা হলেন মোছাঃ নাজনিন খান প্রিয়া, মোছাঃ ছন্দা খাতুন, মোঃ মামুন জোয়ার্দ্দার, মোঃ মতিয়ার রহমান, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ হাসিবুল হক জয়, মোঃ মিজানুর রহমান জনি

(মামলা চলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন), নেহাল আল মুকিত, মোঃ শাহাজাহান আলী, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মোছাঃ রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাসা।

মেহেরপুর সওজের এক্স-ইএন, এসডিই ও সার্ভেয়ারকে কারণ দর্শানোর আদেশ

অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের পাঁয়তারার অভিযোগে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (এক্স-ইএন) খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডিই) মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল্লাহকে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনীর সহকারী জজ আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন। আদেশের দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে আসামিদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার একই আদালতে মামলাটি দায়ের করেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলাম। যার মামলা নং দেওয়ানি ৭৮/২০২৪।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী নজরুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, সরকারের কাছ থেকে ১৯৫৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পান তৎকালিন এমএনএ (এমপি) নুরুল হক। নুরুল হক বৃটিশ সরকারের সেনাবাহিনীতে চাকুরির সুবাদে পাকিস্থানে থাকার কারনে সিএস রেকর্ড জনৈক ব্যক্তির নামে হয়। পরে দেশে ফিরে এসে আরএস (খতিয়ান যার নং ১৪৫২, আরএস দাগ নং ৫৭৪২ সংশোধনীতে নুরুল হকের নাম নথিভূক্ত হয়।

পরে নুরুল হক ৮৮ সালে ওই জমি ওলিনগর গ্রামের কয়েকজনের কাছে বিক্রি করেন। সেখান থেকে ২০১২ সালে কামরুল ইসলাম ওই জমি কিনে খারিজ, হোল্ডিং খুলে নিয়মিত সরকারকে খাজনা পরিশোধ করে আসছেন। আরএস ম্যাপেও ৫৭৪২ নং দাগটি ব্যক্তি মালিকানাতেই আছে। মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের উন্নয়ন চলমান।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নির্মিত ব্রীজের কাছ বাদীর নিজস্ব জমিতে তৈরী দোকান ঘর ভাঙ্গার জন্য বিনা নোটিশে সীমানা নির্ধারণ করেছেন।

এদিকে, জমির মালিক কামরুল ইসলামের জমি থেকে মার্কেট উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়ে এবার এই অবৈধ কাজে ব্যবহার করছেন বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস ও তার অনুগত কয়েকজন লোকজনকে। সওজের ওই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের পর সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী মিজানুর রহমান তড়িঘড়ি করে জমির মালিক কামরুল ইসলামের মার্কেট ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দিনভর চেষ্টা চালিয়েছেন।

সেখানে ব্যার্থ হয়ে স্থানীয় রাজনীতিক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানকে দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ মে) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দেন। তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও ব্যক্তি মালিকানা দুই পক্ষেরই কাগজপত্র দেখে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ওই স্থানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি থাকলে সেটা উদ্ধার করার কথা জানান ইউএনও প্রীতম সাহা।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাস্তার পুরানো ব্রীজের পাশ দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গা থাকলেও সেটি ফেলে রেখে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। যেখানে ৫ বছর আগে বাদি ওই জমির উপর মাটি ভরাট করে ৫টি দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তারা বলেন, একটি পক্ষের প্ররোচনায় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তারা ওই যায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মামলার বাদি কামরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় একটি চক্রের সহায়তায় সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব জমি ফেলে রেখে আমার নিজ নামিয় জমি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রায় এক বছর আগে শুরু

হয়েছে। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ করে কাজ শুরু হলেও কাজ শেষ পর্যায়ে এসে আমার জমি ভেঙ্গে তা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এব্যাপারে সুরাহা পেতে আমি মেহেরপুর সহকারি জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছি।

মামলার পরে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার সময় উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোবাইল ফোনে কল দিয়ে আমাকে নানা ধরনের হুমকী দেন। হুমকি দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, আপনী নাগরিক হিসেবে আদালতের দারস্থ হতেই পারেন। তবে, আপনি চাইলেও আদালত আপনার পক্ষে ইনজানকশন দেবেনা। এটা আদালতের বিষয় এটি আপনি কিভাবে বললেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা আমরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রশাসন দিয়ে দেখবো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল বাজারের নিকট একটি ব্রীজ ছিল। পুরানো ব্রীজের বলবৎ থাকলেও পাশে আরেকটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ব্রীজ থেকে বাদি কামরুল ইসলামের মার্কেটটি প্রায় দেড় শ ফুট দুরে অবস্থিত। ব্রীজের পাশে প্যালাসাইড দিয়ে মাটি ধরে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে জমি উদ্ধারের সময় সওজের নিজস্ব জমি যতটুকু ছিল সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

দীর্ঘ এক বছর পরে মামলার বাদি কামরুল ইসলামের ক্রয়কৃত জমির উপর নির্মিত দোকান ঘর ভাঙ্গার পাঁয়তারা করছে সওজ। তবে জমি দখল করার চেষ্টা করলেও কেবল তা মৌখিকভাবে। কোন অফিসিয়াল পত্র দেওয়া হয়নি এমনকি এলাকাতে মাইকিংও করা হয়নি সম্প্রতি।

এদিকে, কয়েকদিন আগে বাদিকে এসডিই মিজানুর রহমান অফিসে ডেকে এক্স-ইএনকে দিয়ে নানারকম হুমকিও দিয়েছেন।

মেহেরপুরে সওজের এক্সইএন, এসডিইসহ তিন জনের বিরুদ্ধে

মামলা

অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের পাঁয়তারার অভিযোগে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (এক্সইএন) খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডিই) মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল্লাহের বিরুদ্ধে সহকারি জজ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৮ মে) মামলাটি দায়ের করেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলাম। মামলা নং দেওয়ানি ৭৮/২০২৪।

মামলার আইনজীবী নজরুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, সরকারের কাছ থেকে ১৯৫৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পান তৎকালিন এমএনএ (এমপি) নুরুল হক। নুরুল হক বৃটিশ সরকারের সেনাবাহিনীতে চাকুরির সুবাদে পাকিস্থানে থাকার কারনে সিএস রেকর্ড জনৈক ব্যক্তির নামে হয়। পরে দেশে ফিরে এসে আরএস (খতিয়ান যার নং ১৪৫২, আরএস দাগ নং ৫৭৪২ সংশোধনীতে নুরুল হকের নাম নথিভূক্ত হয়। পরে নুরুল হক ৮৮ সালে ওই জমি ওলিনগর গ্রামের কয়েকজনের কাছে বিক্রি করেন। সেখান থেকে ২০১২ সালে কামরুল ইসলাম ওই জমি কিনে খারিজ, হোল্ডিং খুলে নিয়মিত সরকারকে খাজনা পরিশোধ করে আসছেন। আরএস ম্যাপেও ৫৭৪২ নং দাগটি ব্যক্তি মালিকানাতেই আছে। মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের উন্নয়ন চলমান। সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নির্মিত ব্রীজের কাছ বাদীর নিজস্ব জমিতে তৈরী দোকান ঘর ভাঙ্গার জন্য বিনা নোটিশে সীমানা নির্ধারণ করেছেন।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাস্তার পুরানো ব্রীজের পাশ দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গা থাকলেও সেটি ফেলে রেখে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। যেখানে ৫ বছর আগে বাদি ওই জমির উপর মাটি ভরাট করে ৫টি দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তারা বলেন, একটি পক্ষের প্ররোচনায় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তারা ওই যায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মামলার বাদি কামরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় একটি চক্রের সহায়তায় সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব জমি ফেলে রেখে আমার নিজ নামিয় জমি দখল করার

চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রায় এক বছর আগে শুরু হয়েছে। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ করে কাজ শুরু হলেও কাজ শেষ পর্যায়ে এসে আমার জমি ভেঙ্গে তা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এব্যাপারে সুরাহা পেতে আমি মেহেরপুর সহকারি জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার পরে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার সময় উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোবাইল ফোনে কল দিয়ে আমাকে নানা ধরনের হুমকী দেন। হুমকি দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, আপনী নাগরিক হিসেবে আদালতের দারস্থ হতেই পারেন। তবে, আপনি চাইলেও আদালত আপনার পক্ষে ইনজানকশন দেবেনা। এটা আদালতের বিষয় এটি আপনি কিভাবে বললেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা আমরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রশাসন দিয়ে দেখবো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল বাজারের নিকট একটি ব্রীজ ছিল। পুরানো ব্রীজের বলবৎ থাকলেও পাশে আরেকটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ব্রীজ থেকে বাদি কামরুল ইসলামের মার্কেটটি প্রায় দেড় শ ফুট দুরে অবস্থিত। ব্রীজের পাশে প্যালাসাইড দিয়ে মাটি ধরে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে জমি উদ্ধারের সময় সওজের নিজস্ব জমি যতটুকু ছিল সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দীর্ঘ এক বছর পরে মামলার বাদি কামরুল ইসলামের ক্রয়কৃত জমির উপর নির্মিত দোকান ঘর ভাঙ্গার পাঁয়তারা করছে সওজ। তবে জমি দখল করার চেষ্টা করলেও কেবল তা মৌখিকভাবে। কোন অফিসিয়াল পত্র দেওয়া হয়নি এমনকি এলাকাতে মাইকিংও করা হয়নি সম্প্রতি।

এদিকে কয়েকদিন আগে বাদিকে এসডিই মিজানুর রহমান অফিসে ডেকে এক্সইএনকে দিয়ে নানারকম হুমকিও দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের এসডিই মিজানুর রহমান বলেন, আমি সরকারের দায়িত্ব পালন করি। জমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো। রাস্তার দু পাশের জমি উদ্ধারের যে অভিযান চলছিল সেসময় ভাঙ্গা হয়নি কেনো এবং রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণকালে এতদিন পরে ওই মার্কেট ভাঙ্গার পেছনে অন্য কোনো উদ্যেশ্য আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে দুই সাংবাদিকের উপর হামলা, জেলা প্রেস ক্লাবের ৭দিনের আল্টিমেটাম

মেহেরপুরের আমঝুপিতে চ্যানেল ২৪ এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহির জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপর হামলা ঘটনায় ৭দিনের আল্টিমেটাম কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জেলা প্রেস ক্লাব।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সংগঠনের সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে এক জরুরি সভা শেষে এ ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, সহসভাপতি আবু নাসের চৌধুরী সম্রাট, কোষাধাক্ষ দিলরুবা খাতুন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, লাখোকষ্ঠ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম বকুল, কালবেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি, এশিয়ান টিভি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, আহত সাংবাদিক সিরাজুদ্দোজা পাভেল, সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহিন, কামরুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ, শহিদুল ইসলাম, সোমেল রানা, ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

সভা শেষে সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু কর্মসূচির ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, দুই সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলার দুইজন আসামিকে পুলিশ আটক করেছে এজন্য পুলিশকে সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে বাকি আসামিদের এক সপ্তাহের মধ্যে আটক করার দাবি জানান। এর মধ্যে যদি ওই সকল আসামি আটক না হয় তাহলে জেলা প্রেস ক্লাব বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেবে। সারা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দিয়ে সারা দেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কোর্টে হলো বিয়ে, অবশেষে মুক্তি

গত চার মাস আগে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জুবায়ের রহমান (২২)।

তিনি পার্শ্ববর্তী গোপালপুর গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে পালিয়ে বিয়ে করার অপরাধে মেয়ের বাবা তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩সালের ২৩ নভেম্বর।

পরের দিন ২৪ নভেম্বর মেয়ের বাবা জসিমউদ্দীন বাদি হয়ে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে অপহরণ ও নির্যাতনের মামলা করেন যার নং মহেশ/জি.আর ৪৭২/২৩। পরে ওই মামলায় গ্রেফতার করে জুবায়ের কে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

জুবায়ের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে । দীর্ঘ দুই মাস জেলা খাটার পর আইনী প্রক্রিয়া শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে পহেলা ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভালবাসা দিবস কে স্মরণে রাখতে কোর্টেই আয়োজন করা হয় এই ব্যতিক্রমি বিয়ের।

৫লাখ টাকা দেন মোহরে নারী ও শিশু বিশেষ আদালতে বিয়ে সম্পন্ন হয় জুবায়ের ও জেসমিন আক্তারের মধ্যে। এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ও জেলা দায়রা জজ নাজিম্মুদ্দৌলাসহ কোর্টের অন্যান্য বিচারক, কৌশুলী ও আইনজীবীগণ। বিয়ের পর আসামি জুবায়ের কে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য রাজিব ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে

মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উটজেলায় ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিং থেকে এক প্রবাসি’র ৬৩ লাখ টাকা আৎসাত করার ঘটনায় কোটচাদপুর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) কোটচাঁদপুর থানায় ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র রিলেশনসীপ অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার জগদীশপুর গ্রামের মৃত কওসার আলী মণ্ডলের ছেলে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ সদস্য রাজিবুল কবির রাজিব তার ভাই মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী ঢাকা থেকে আসা তদন্ত দলের দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ব্যাংকটির ঝিনাইদহ শাখায় এ সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই বাছাই করেন। ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ শাখার ম্যানেজার সাইফুর রহমান জানান, ঢাকার তদন্ত দল নিবিড় ভাবে বিষয়টি তদন্ত করে কোটচাঁদপুর এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনেক গ্রাহকের টাকা লোপাট করার তথ্য পান এবং টাকা উদ্ধারের স্বার্থে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান রোকনের সঞ্চয়ী হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬ এবং মুনাফা সঞ্চায়ী দুটি হিসাব নং-১০৮২৭৪৪০০০০০৮ ও ১০৮২৭৪৪০০০০০৯ থেকে প্রায় ৬৩ লাখ টাকা গায়েব করেন রাজিব । বিষয়টি নিয়ে রোকনুজ্জামান ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকের সাবেক এজেন্ট মনিরুল ইসলাম (বর্তমান ঝিনাইদহ ডাচ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত) ও পরবর্তী এজেণ্ট তার ভাই রাজিবুল কবিরের বিরুদ্ধে এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা, ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে লিখিত অভিযোগ করলে বিষয়টি তদন্ত করে টাকা লোপাটের বিষয়টি ধরা পড়ে।

মামলার বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ব্যাং এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। মামলায় দুইজনকে আসামী করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণের পর পুলিশ তদন্ত করে দাষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল বরখাস্ত

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারকে তাঁর পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা ইউএনও বরাবরে পাঠানো হয়েছে। ই- মেইলে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা ইউএনও স্নিগ্ধা দাস।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে হত্যাকান্ডে হুকুম দাতা হিসেবে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গত ৯ অক্টোবর অভিযোগপত্র দিলে তা চুয়াডাঙ্গার আদালতে গৃহীত হয়। ফলে তাঁর দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। সে জন্য এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুপারিশে স্থানীয় সরকার আইনের ৩৪-এর (১) ধারায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১১ মার্চ উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক জহুরুলনগর গ্রামের আত্তাব মন্ডলের ছেলে দবির উদ্দিন, খবির উদ্দিন, আনিস ও একই গ্রামের ইসলাম লস্করের ছেলে মিয়াসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হন। এ ঘটনায় আহত দবিরের ছেলে খোকন ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় মামলা করেছিলেন। এরপর ১৩ দিন আইসিউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪

মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টায় দবিরের মৃত্যু হলে, মামলায় হত্যা মামলার ধারা যুক্ত হয়। পরে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জিআর ৪৯/২০২৩ মামলটি গৃহীত হয়। মামলার আসামি হয়েও বিপুল প্রথমবারের মতো ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি নিহত দবিরের ছেলে খোকন ইউপি চেয়ারম্যান বিপুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।